ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৩১৬

আগরতলা, ২৯ জুন, ২০২৬

জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস উদযাপিত

আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে আজ ২০তম জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস উদযাপন করা হয়। বিশিষ্ট পরিসংখ্যানবিদ অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশের ১৩৩ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দিবসটি পালন করা হয়। এ বছরের পরিসংখ্যান দিবসের মূল ভাবনা 'প্রশাসনিক তথ্যের সম্ভাবনার উন্মোচন'। প্রশাসনিক তথ্যের মানোন্নয়ন, আন্তঃবিভাগীয় তথ্য বিনিময়, তথ্যের সমন্বিত ব্যবহার এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার মাধ্যমে তথ্যভিত্তিক শাসনব্যবস্থা ও নীতিনির্ধারণকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মূল ভাবনা স্থির করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের জনগণনা পরিচালনালয়ের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান অধিদপ্তরের অধিকর্তা দেবানন্দ রিয়াং। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এনআইটি আগরতলার অধ্যাপক ড. মৃনাল কান্তি দেববর্মন, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, শিক্ষাবিদ, ছাত্র-ছাত্রী এবং পরিসংখ্যান কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীগণ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের জনগণনা পরিচালনালয়ের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস বলেন, আসন্ন আদমশুমারি উপলক্ষে আগামী ১৭ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত রাজ্যে প্রথমবারের মতো অনলাইনে স্ব-গণনা ব্যবস্থা চালু করা হবে। তিনি নাগরিকদের নিজস্ব ডিভাইস ব্যবহার করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদমশুমারির তথ্য অনলাইনে পূরণের আহ্বান জানান। তিনি আরও জানান, স্ব-গণনার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য পরবর্তীতে গণনাকারীদের দ্বারা যাচাই করা হবে। এছাড়া ১ আগস্ট থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ করা হবে। অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান অধিদপ্তর এই কাজের নোডাল বিভাগ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। জেলা শাসকগণ নিজ নিজ জেলার এবং আগরতলা পুরনিগম এলাকায় মিউনিসিপ্যাল কমিশনার প্রিন্সিপাল সেন্সাস অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মসূচিতে সকল নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করেন।

ত্রিপুরা সরকারের অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান অধিদপ্তরের উদ্যোগে প্রজ্ঞা ভবনের ১ নম্বর হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান অধিদপ্তরের অধিকর্তা দেবানন্দ রিয়াং বলেন, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর ও তথ্যনির্ভর করতে প্রশাসনিক তথ্যভাণ্ডারের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সময়ের দাবি। তিনি আরো জানান, এনআইটি আগরতলার সহযোগিতায় অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান অধিদপ্তর একটি নতুন এসডিজি পোর্টাল তৈরি করেছে, যা অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করা হয়। এই পোর্টাল সঠিক তথ্যকে আরও সহজলভ্য ও কার্যকরভাবে ব্যবহারে সহায়ক হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ২০২৭ সালের আদমশুমারিতে স্ব-গণনা পদ্ধতির সফল বাস্তবায়নের জন্য সব দপ্তর, সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং সাধারণ নাগরিকদের সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব, তথ্যভিত্তিক প্রশাসন এবং উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

******